R. N. No 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-৬৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২০শে জুন, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

মুর্শিদাবাদের অঙ্গচ্ছেদ

ফরাক্কা ব্যারেজ—ফরাক্কা, সমশেরগঞ্জ থানাদ্বয়ের প্রায় কুড়ি বর্গমাইল এলাকার, যা মালদহে হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে, প্রশাসনিক ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য গত ১২ই জুন মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিস সুপারদ্বয় এখানে গেষ্ট হাউসে মিলিত হন। এর পূর্বে দুই জেলার শাসকদ্বয়ও মিলিত হয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে একই জায়গায়। ফল অনুচ্চারিত।

ভূমি সংস্কার বিভাগ থেকে জানা যায় যে, দুর্বল যুক্তি এবং বিতর্কমূলক অজুহাতে সরকারের তরফে ১৯৫৬ সাল হতেই জঙ্গিপুর মহকুমা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার অঙ্গচ্ছেদ করে চৌদ্দটি মৌজা এলাকা যার পরিমাণ ষোল বর্গমাইল, মালদহের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা চালান হচ্ছে। প্রজাদের (শতকরা পঁচানব্বই জন মুর্শিদাবাদের) প্রবল আপত্তিতে এখনো সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়নি। কিন্তু তলে তলে কাগজপত্রাদি চালান হয়ে গিয়েছে বলে প্রকাশ। এ বছর নূতন করে আবার ফরাক্কা থানার বৃহত্তম মৌজা কুলীর মোটা অংশ এবং হোসেনপুর মৌজাসহ প্রায় চার বর্গমাইল এলাকা চ্ছেদনের কথাও উঠেছে। এর ফলে প্রায় সাড়ে আটত্রিশ হাজার বিঘা ভূমি (জলসহ) মুর্শিদাবাদ জেলা হারাবে বলে আশঙ্কা।

এমনিতেই দুটি থানা এলাকার দিক দিয়ে ছোট। খড়্গাঘাত হলে আড়াই লাখ লোকের ভূমি বলতে কি থাকবে বোঝা দুষ্কর। এখানে ব্যারেজের ভাটিতে গঙ্গা নদী ত্রি-স্রোতা। বছরে ঋতুর ফেরে এক একটি স্রোত জোরদার হয়। সু-বিবেচিত পদ্ধতিকে না এগিয়ে জনসাধারণকে তাদের গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে (গায়ের জোর বলা যায়) ভূমি হস্তান্তর যুক্তিযুক্ত নয়। জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদের লোক স্বার্থ সচেতন নন সমষ্টিগতভাবে। নইলে আন্দোলন কই জোট বাঁধছে না! রাজনৈতিক দলগুলি এখন নীরব কেন এ ব্যাপারে? এই হস্তান্তর তারাও কি চান? মুর্শিদাবাদের লোক বহুদিন পূর্বেই মুরদাবাদে পরিণত হতো। কেবল 'শি' কথাটি কোন রকমে ধরে রেখেছে। তাই কোন আন্দোলন নেই।

॥ খরা—ঝরা—রেশন ॥

রাজ্যের রেশন এলাকা দুটি—বিধিবদ্ধ এবং সংশোধিত। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার জন্যে সরকারের রেশন ফরমূলা; সংশোধিত এলাকার জন্যে একবার বেঁধে দেওয়া নিয়ম শীঘ্র পরিবর্তিত হয় না। বেশ কিছুদিন থেকে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় চালের বরাদ্দ কমছেই কমছেই। রেশন-নির্ভর সে সব এলাকার মানুষের নাকালের অন্ত নেই। খোলাবাজারে চাল সংগ্রহ করতে মানুষখেকো মানুষগুলোর লোভের পাহাড়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না কারও।

এধারে চাল কমানোর ঢেউ সংশোধিত এলাকার মানুষও ভোগ করছেন। এখানে চালের মাথা পিছু বরাদ্দ কমতে কমতে ৩০০ গ্রামে ঠেকেছে। এখানকার মানুষ যেন মানুষ নয়। কলিকাতার মত বিধিবদ্ধ

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হরেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে

জনতা বিক্ষুব্ধ, থানা ঘেরাও, পুলিশের লাঠি চার্জ, ১২ ঘণ্টা ধুলিয়ান বন্ধ

ধুলিয়ান, ১৪ই জুন—গত ৭ই জুন স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী শান্তিকুমার জৈনের কর্মচারী হরেন্দ্রনাথ দাস দুর্বৃত্তের ছুরির আঘাতে নিহত হওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ঐ দিন শ্রীদাস ঘোড়াগাড়ীতে ষ্টেশন যাবার সময় আক্রান্ত হন এবং আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হন। ঘটনার সময় ঘোড়াগাড়াচালক নিষ্ক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করায় সন্দেহবশতঃ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সেই সংবাদ গত ১৩ই জুন জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিশেষ কয়েকটি কারণে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ঘোড়াগাড়ীচালকের সঙ্গে আততায়ীর যোগসাজসের ফলে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি দ্রুত ঘটে যায়! এর পর জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

প্রকাশ, শ্রীদাসের মৃতদেহ বহরমপুর থেকে ফেরত এলে একদল উত্তেজিত জনতা থানা ঘেরাও করে এবং ও, সি-র গাফিলতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য রাস্তার উপর মৃতদেহ ফেলে রাখে। ফলে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভ জানাবার সময় ও, সি-র দেখা পাওয়া যায়নি। অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হতে থাকলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ও, সিকে গোপন পথ দিয়ে থানায় নিয়ে আসে। সেই সময় থানায় উপস্থিত ছিলেন ধুলিয়ান পৌরসভার পৌরপতিসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ও, সি থানায় প্রবেশের পর লাঠি চার্জ করার হুকুম দেন এবং প্রয়োজনবোধে গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। এর পর পুলিশ জনতার উপর লাঠি চার্জ করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দিনের পর দিন এখানে চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ইত্যাদি ঘটনা বেড়ে গিয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা অথবা অপরাধীকে খুঁজে বের করা হয় না বলে জনতা অভিযোগ জানান। এই ও, সি থাকাকালীন তারাপুর এ্যাণ্ড কোম্পানীর জনৈক যুবক কিছুদিন আগে আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং সম্প্রতি স্থানীয় যুবকংগ্রেস নেতা ছুরিকাহত হন। অথচ পুলিশের নিষ্ক্রীয়তার জন্য খুনীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি অথবা কোন অপরাধী ধরা পড়েনি যদিও তাদের প্রকাশ্যে ছুরি উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ধুলিয়ান বাজারে সদর রাস্তার সামনে পর পর কয়েকটা চুরি হয়ে যায় অথচ আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তা ছাড়াও নিরীহ পথিককে সোনা বলে পিতল বিক্রীর ঘটনা এই এলাকার রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের ব্যর্থতার চরম নজীর পাওয়া যাচ্ছে। একদা শান্তিপূর্ণ ধুলিয়ানের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে অনেকে মনে করছেন। সামসেরগঞ্জ থানার কোন ও, সি-র বিরুদ্ধে এতবড় বিক্ষোভ এই প্রথম বলে জনতার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। ঐ দিন বিক্ষোভ চরমে পৌঁছালে জঙ্গিপুর থেকে সি, আই ঘটনাস্থলে আসেন এবং তিন দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় গত ১৩ই জুন ছাত্র-পরিষদের পক্ষ থেকে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বারো ঘণ্টার জন্য ধুলিয়ান বন্ধের ডাক দেওয়া হয় এবং সেই বন্ধ শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের কথা ॥

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ রাখে। আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি ঐ বিভাগের বিভিন্ন কর্মীর কর্মশৈথিল্য সম্বন্ধে খবর দিয়াছেন।

গত ৫ই জুন বেলা সাড়ে এগারটার সময় হাসপাতালে গিয়া আমাদের প্রতিনিধি উল্লেখিত বিভাগের ক্লার্ক-একাউন্ট্যাণ্ট-কাম-ষ্টোরকীপার শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবী যিনি একদিনের ছুটি লইয়া চারদিন অনুপস্থিত—তাঁহার খোঁজ পান নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বিভাগীয় কর্মভার জনৈক বরুণ বাবুর উপর ন্যস্ত থাকিলেও হাসপাতালের কাজের 'পীক্ আওয়ার' (বেলা ১১৷৷০ টা) এও তিনি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, হয় তিনি 'কে ঝামেলা পোহায়' নীতি লইয়াছিলেন, আর না হয়, স্বকর্মের ব্যস্ততা তাঁহাকে অনুপস্থিত রাখে। তাহার ফলে চাবিকাঠি তাঁহার হাতে থাকায় এই দপ্তরের অন্যান্য কর্মীকে গায়ে হাওয়া লাগাইতে হইতেছিল। সংশ্লিষ্ট হতভাগ্য রোগীদের 'হা পিত্যেশ' কেই বা দেখে?

শ্রীমতী মঞ্জুলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও কোন্ প্রশ্রয়ে পরিপুষ্টা হইয়া জেনারেল অফিসের চেয়ার অধিকার করিতেছেন? এই অভিযোগ জনৈক চিকিৎসকের। তবে কি তাঁহার ঘাঁটি খুবই শক্ত? শক্ত বলিয়াই কি তাঁহার নিজ কর্তব্যবিমুখতার ফলে প্রায়শ্চিত্তরত রোগী তথা চিকিৎসকদের অসুবিধা দিনের পর দিন চলিতে থাকিবে? পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের জন্য যে সরকার এত উদ্যোগী, এত প্রচারশীল, সেই সরকারের উদ্যোগ ও প্রচারশীলতার মূল উদ্দেশ্য বানচাল করিতে তৎপর এমন কর্মী বহাল তবিয়তে আপন খেয়ালখুশীর খেলায় মত্ত থাকিবেন, এবং মানুষের মনকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অনাগ্রহী করিয়া তুলিবেন, তাহা বরদাস্ত করার পিছনে কী যুক্তি আছে আমরা বুঝি না।

আমাদের কাছে সমানভাবে অজ্ঞাত হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ইন্‌চার্জ ডাঃ বানুর স্পষ্ট এবং যথাযথ উত্তর না দেওয়া। আমাদের প্রতিনিধি তাঁহাদের কাছে এই বিভাগের কর্মীদের কাজে অবহেলার কথা বলিলেও সদুত্তর পান নাই। তবে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীমতী মঞ্জুলাই হোন, আর উল্লেখিত বরুণ বাবুই হোন, কিংবা বিভাগীয় অপরাপর কর্মী হোন,—কাজে অবহেলার পরোক্ষ মদত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিতদের নিকট হইতে যাইতেছে?

এই সব অব্যবস্থা তথা কর্মে অবহেলা যাহাতে দূর হয়, তাহার জন্য আমরা চীফ্ মেডিকেল অফিসার, জেলা-শাসক ও মহকুমা-শাসক মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হাসপাতাল যদি জনগণের মধ্যে আস্থা আনিতে না পারে, তবে রাশীকৃত টাকা জলে দিয়া প্রহসন না করাই শ্রেয়ঃ।

॥ স্নেহ-ট্রাজেডী ॥

খবরে জানা যায়, অষ্টমী 'স্নেহ' আজ সকলের স্নেহপাত্রী হইয়া পড়িয়াছে। রক্তে নেপালী যদিও বঙ্গজা। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পৃথিবীর আলো দেখিবার পর মাতৃসঙ্গ বিচ্ছিন্না 'স্নেহ' এতদিন ধরিয়া দর্শককুল ও পশুশালা কর্মিবৃন্দের বিশেষ সমাদরের বস্তু ছিল। তাহার সঙ্গী 'গোল্ডেন' মারা যাওয়ার পর হইতে সে সাথীহারা। 'মাহ ভাদব' নয় যদিও, তবু 'এ ভরা বাদর'-এর 'এমন দিনে তারে বলা যায়' চিন্তাকুলা স্নেহ। কেন না 'শূন্য মন্দির মোর।'

দ্বিতীয়তঃ 'স্নেহ' তাহার খড়্গ হারাইতে চলিয়াছে। গণ্ডারের সম্পদ তাহার খড়্গ। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই খড়্গ হাড়ের নয়, মাংসেরও নয়। লোম দিয়া তৈয়ারী। বিধাতার এই অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল মানুষকে অবাক না করিয়া পারে না। 'স্নেহ' খড়্গহীনা হইবে, এই আশঙ্কা সকলের। কিন্তু চিকিৎসাপত্রের ত্রুটি না থাকিলেও ওই খড়্গ চলিয়া গেলে 'স্নেহ' যদি বা বাঁচে (কেন না, ক্ষতস্থানে ক্যানসার রোগ হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা), তবু সে কি ভবিষ্যতে পতিসোহাগিনী হইতে পারিবে? গণ্ডারের খড়্গ সম্পদ শুধু পৃথিবীর তাবৎ গণ্ডারপ্রেমী মানুষের চোখে এই জীবের সৃষ্টি সৌন্দর্যই প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা নহে, এই খড়্গ নাকি মহামূল্যবান ঔষধের কারণে, রাজকীয় পানপাত্ররূপে ব্যবহারের জন্য।

এই ত গেল মানুষের কথা। গণ্ডারের কাছে তাহার খড়্গ আত্মরক্ষার এবং শত্রুনিপাতের অপরিহার্য অঙ্গ। খড়্গে-খড়্গে স্পর্শন-ঘর্ষণে উহারা পরস্পর মনের ভাব বিনিময়ও করিয়া থাকে। এ হেন খড়্গ চলিয়া গেলে গণ্ডারের পুরুষ কিংবা স্ত্রী—প্রত্যেকেরই জীবনের এক ট্রাজেডি। পশুশালা কর্তৃপক্ষ নাকি খড়্গটিকে জোড়া লাগাইবার ব্যর্থ-প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ক্যান্‌সারের আক্রমণ রোধ করিয়া এই ক্রমবিরল জীবটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 'স্নেহ'-র এই ট্র্যাজিক দিকটি প্রত্যেকের মনকে সহানুভূতিসিক্ত করিবে।

মদনমোহন গ্রেপ্তার

মাখন চুরির দায়ে নয়, সাইকেল চুরির অভিযোগে

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই জুন—রঘুনাথগঞ্জ শহরে বেশ কিছুদিন ধরে সাইকেল চুরি যাচ্ছিল। হঠাৎ এ্যাডভোকেট শ্রীগৌরীশঙ্কর দাসের সম্প্রতি চুরি যাওয়া সাইকেলে ক'রে একটা নাবালক ছেলেকে শহরের পথে যেতে দেখে শ্রীদাসের পুত্র তাকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। থানায় ছেলেটি বলে তাকে মদন সাইকেলটি দিয়েছে। মদনকে থানায় নিয়ে আসা হয়, সে অভিযোগ স্বীকার করে। তাকে গ্রেপ্তার ক'রে জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে চালান দেওয়া হয়। কেহ তার জামিন নিতে সম্মত হয়নি। মদনমোহন এখন জেল হাজতে। সন্দেহ করা হচ্ছে মদনমোহন শহরে সব কটি সাইকেল চুরির নায়ক।

লিমেরিক/ কৌটিল্য

সভাশেষে হেসে বলেন রায়,
বিভেদ কোথাও নাই,
আজ থেকে মোরা ভাই ভাই॥

*

বীরদর্পে কহিলেন রঞ্জন,
কাগজে মিছা হয় গুঞ্জন,
আমরা ঠিক আছি,
মোরা সবে এক মন॥

*

ব্যানার্জ্জী, মুখার্জ্জী, রেগে বলে,
বিভেদ কোন নাই দলে,
বদলোকে শুধু শুধু
নানা কথা বলে॥

*

তবু বাইশ দফা এই বিধি,
রচিলেন রায় নিধি,
ধন্য ধন্য ক'রে সবে
রক্ষা পেল গদি॥

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

তস্করস্য কুতো ধর্ম্ম

বিগত ১৩ই ফাল্গুন রবিবার রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় রঘুনাথগঞ্জ বাজারে আগুন লাগিয়া যখন গৃহস্থগণের যথা সর্ব্বস্ব পুড়িতেছিল, তখন কতিপয় সহৃদয় মহাত্মা গৃহস্থগণের দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া জিনিষপত্র নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দ হাজারী নামক জনৈক লোক গোপী সাহার দোকান হইতে একটি বাক্স লইয়া চম্পট দিতেছিল। কালাচাঁদ দাস নামক এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। সেদিন জঙ্গিপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে গোবিন্দ হাজারীর এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জঙ্গিপুর সংবাদ : ৮।১২।১৩২৩, ২১।৩।১৯১৭

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(৩১)

নাট্য আন্দোলনের অষ্টম পর্ব আরম্ভ হয় ১৯৬১ সালে। অমল গুপ্ত মহাশয় এবারে মহকুমা শাসক হয়ে এলেন, ভদ্রলোক নাট্যরসিক তার উপর রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। তাই তিনি সেই বৎসর রবীন্দ্র জন্মতিথিতে "শোধবোধ" ও একখানি একাংক নাটক শ্রীমান্ রাজেন লালার মাধ্যমে ম্যাকেঞ্জি পার্ক মঞ্চে মঞ্চস্থ করান এবং ১৯৬২ সালে সপ্তাহব্যাপী নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষে আহিরণ ব্লক "চোর," আমাদের সংস্থা "দুই পুরুষ," কাঞ্চনতলা "কংকাবতীর ঘাট," ফৌজদারী আদালত "শেষ রক্ষা," নিমতিতা মহেন্দ্র স্মৃতি সংঘ "ষোড়শী," গোরাবাজার "কোথায় গেল" মহিলা শিল্পী "সম্রাজ্ঞ" অভিনীত হয়। সবগুলি নাটকেই মহিলাদের ভূমিকা মহিলাদের দ্বারা করান হয় এবং তারপর থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে। অমলবাবু সেই সময় একটি ছোট প্রদর্শনীও করেছিলেন। তিনি বদলি হয়ে যাওয়ার পূর্বে তাঁর অফিসের কর্মচারীদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটক অভিনয় করান। তাঁর এই হঠাৎ বদলি হয়ে যাওয়ার পর নাট্য-আন্দোলন সাময়িক-ভাবে স্তিমিত হয়ে যায়।

এর পর শ্রীমান্ রাজেন লালা ১৯৬৩ সালে তার বাটীর সংলগ্ন মাঠে ময়ূর মহল ও দু'খানি একাংক নাটক মঞ্চস্থ করে। যতদূর স্মরণ হচ্ছে "ময়ূর মহল" ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ও একাংক দুটী আমার পরিচালনায় হয়েছিল।

(৩২)

১৯৬৩ পেরিয়ে ১৯৬৪ সালের আবির্ভাব হল। আমরা পরবর্ত্তী নাটক নিয়ে জল্পনা করতে লাগলাম। শ্রীমান্ রাজেনের একান্ত ইচ্ছা "সাজাহান" করার, কারণ কয়েক দশকের মধ্যে এই নাটক এখানে হয়নি।

"সাজাহান" নাটকের প্রস্তুতির ভার আমাকে দেওয়া হল। এই নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীমান্ রাজেন লালা। তার বাটীর সংলগ্ন মাঠে ১৯৬৪ সালে ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর এই নাটক অভিনীত হয়। শীতের রাত্রি, নাটকও বড় তাই রাত্রি ৭৷৷০টায় আরম্ভ করি এবং শেষ যবনিকা পড়ে রাত্রি ১০৷৷টায়। এই নাটকের সাফল্যের কৃতিত্ব শ্রীমান্ রাজেন লালার। চরিত্রলিপি বণ্টন করা হয় এইভাবে—"সাজাহান"—বিশ্বপতি, "ঔরঙ্গজীব"—মণি ডাঃ, "দারা"—কালু দাস, "সুজা"—অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, "দিলদার"—বিভূতি মজুমদার, "যশোবন্ত সিংহ"—বিমল ঘোষ, "মহম্মদ"—রামরঞ্জন দাস, "জিহন আলির" ভূমিকা আমাকে দেওয়া হয়। "জাহানারা"—সুপ্রিয়া ব্যানার্জী, "নাদিরা"—চামেলি লালা (লিলি), "পিয়ারা"—শান্তিপুরের একটি মেয়ে, "জহরৎ"—মৈত্রী চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে মহেন্দ্রবাবুর মঞ্চরূপ দেখে এসে আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে রূপ দিই ফলে নাটক সুন্দরভাবে জমে ওঠে। বিশেষতঃ "সাজাহান," "ঔরঙ্গজীব," "দারা," "যশোবন্ত," "নাদিরা" ও "জহরৎ সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি অভিনয় হয়, দুর্দান্ত শীত উপেক্ষা করে অগণিত দর্শক এই নাটক উপভোগ করেন।

(৩৩)

১৯৬৪ সালের পর কয়েক বৎসর আমার পরিচালনায় কোন নাটক হয়নি। রোড্‌সের যামিনীবাবুর পরিচালনায় "দুই মহল" ও ব্রজগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায় "দশচক্র" ও বিধায়ক ভটাচার্য্য মহাশয়ের একটি একাংক নাটক অভিনীত হয়। তবে ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে শ্রীমান্ রাজেন লালার উল্লেখযোগ্য অবদান একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা। সত্যি কথা বলতে গেলে শ্রীমান্ রাজেন এই সহরে একাংক নাট্য প্রতিযোগিতার পথিকৃৎ। শ্রীমান্ রাজেন লালা একাংক নাটকের যে প্রতিযোগিতা করেছিল তাতে বিচারক হয়ে এসেছিলেন মধু সংলাপী নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভটাচার্য্য, মঞ্চশিল্পী শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বহরমপুরের শ্রীউমানাথ সিংহ মহাশয়গণ। তাঁরা এই সহরের নাটক দেখে প্রচুর সুখ্যাতি করে যান।

এই সময়ের আগে পিছু কতগুলি একাংক নাটক অভিনীত হয়। নাটকগুলি হচ্ছে—"কে থাকে কে যায়," "পূজোর বোনাস," "বৌদির বিয়ে," "ঠাকুর্দ্দা" ইত্যাদি। এই সবগুলি ডঃ গৌরীপতির পরিচালনায় হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি প্রথম শ্রেণীর নাট্যাভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করা মনস্থ করি। এই অবসরে ২টি নতুন সংস্থা গড়ে ওঠে, "অনামী" ও "মিলনী"। অনামীর উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে "ঝুমুর," "ব্যাণ্ডমাষ্টার" এ্যান্টনী কবিয়াল," "শেষ থেকে শুরু" আর "মিলনীর" নাটক হচ্ছে "বায়েন," "শেষরক্ষা," "সোনপুর থেকে সোমপুরা"।

নাট্য আন্দোলনের অষ্টম পর্বের এইখানে ইতি।

ক্রমশঃ

মাকড়সার বিষে একজনের মৃত্যু

বহরমপুর, ১২ই জুন—মাকড়সার বিষ মেশানো ভাত খেয়ে রাজ্য-গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী শ্রীশত্রুঘ্ন কুণ্ডু (আই, বি) কয়েকদিন আগে হাসপাতালে মারা যান। প্রকাশ, ঐ দিন দুপুরে শ্রীকুণ্ডু তাঁর ছেলেকে নিয়ে ভাত খেয়ে উঠে ভীষণ-ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এবং তাঁর ছেলের শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে শ্রীকুণ্ডু মারা যান এবং তাঁর ছেলে সুস্থ হয়ে উঠে। ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভাতের সঙ্গে মাকড়সার বিষ ছিল, যার জন্যে এই বিপত্তি ঘটে।

যুবকংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদ কমিটি কংগ্রেসের স্বীকৃতি পেলো না

বাহাগলপুর, ১০ই জুন—গত ৩রা ডিসেম্বর এই গ্রামে ওমরাপুর অঞ্চল যুবকংগ্রেস এবং ছাত্রপরিষদ কমিটি গঠনের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সুতী ব্লক যুবকংগ্রেস সম্পাদক মহঃ ফাইজুদ্দিন সেখ এবং ছাত্রপরিষদ সম্পাদক মহঃ আইনুল হকের উপস্থিতিতে কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নামের একটি তালিকা তৈরী করা হয় এবং স্বীকৃতি-দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর সাত-আট মাস প্রায় হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ কমিটি সরকারী স্বীকৃতি পায় নি। এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ দুইটি কারণ বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। প্রথমতঃ নব কংগ্রেসের সঙ্গে যুবকংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নাই, দ্বিতীয়তঃ সুতী ব্লক কংগ্রেসের কয়েক-জন স্বার্থান্বেষী নেতার বিমাতৃসুলভ মনোভাব এবং একজন আণ্ডার এম, এল, এ-র স্বীকৃতিবিরোধী পরামর্শ। উপরোক্ত দুইটি কারণই নাকি কমিটির স্বীকৃতি লাভের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থান

গত ২৪শে মে বহরমপুরে সার্কিট হাউসে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার মহোদয়ের সভাপতিত্বে জেলা উন্নয়ন কমিটির অনুষ্ঠিত এক সভায় জেলার গ্রাম্য রাস্তার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র সেচ এবং বেকারদের কর্ম্মে নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনার পর ৬২টি প্রকল্প মনোনীত হয়।

আনুমানিক ১৪০০ শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেকারত্ব অবসানকল্পে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ভিত্তিক শিক্ষণের জন্য ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫টী প্রকল্পের অনুমোদন করা হয়। গত বৎসরের অনুমোদিত ৮টি প্রকল্পের জন্য আরও ১১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয়ের জন্য অনুমোদন করা হয়। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি মহা-বিদ্যালয়ে ২২টি কারিগরী শিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হয় এবং বর্ত্তমানে এই প্রকল্পে ১৬৮ জন বেকার যুবকের শিক্ষণ চলিতেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ হইতে প্রচারিত।

চব্বিশশো টাকা উধাও

ফরাক্কা-ব্যারেজ—এখানকার ফরাক্কা ব্যারেজ ডাকঘর থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া, ফরাক্কা শাখায় জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে রক্ষিত চব্বিশ শো টাকা সমেত থলে গত ১৬ জুন উধাও হবার সংবাদে এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। থানায় কেস রুজু করা হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ডাক বিভাগের কর্মকর্ত্তাগণ তদন্তে ব্যস্ত। চেষ্টা চলছে টাকাটি উদ্ধার করা যায় কিনা। প্রকাশ, পূর্বদিনের সংগৃহীত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দেয়ার জন্য ক্যাশ ওভারশীয়ারকে দেয়া হয়। টাকা গুনতে গিয়ে কিছু কম হেতু ডাকপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বলে বলা হয়েছে। ডাকপাল ব্যস্ত। ব্যস্ত অন্যান্য কর্মচারী নিজ নিজ কাজে। তার-পরেই খবর টাকা উধাও।

মর্ম্মন্তুদ

ফরাক্কা-ব্যারেজ—জীবনের বাস্তব রঙ্গমঞ্চে সিঁথিতে সিঁদুর পড়ে এক বালিকা সধবা হচ্ছে যে মুহূর্ত্তে, ঠিক সেই লগ্নে আর এক সধবা ওই আসরেই বিধবা হচ্ছে বলে খবর। বড় করুণ দৃশ্য! হরিষে বিষাদ।

শ্রীনির্মলেন্দুবিকাশ সমাদ্দার, এককালের এখানকার নয়নসুখ বিদ্যা-মন্দিরের জনপ্রিয় শিক্ষক, বর্ত্তমানে সিভিল ষ্টোরস্ ডিভিসনের ইউ, ডি, সি; বিয়ে-পারটির সন্ধানে বেরিয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কে মোরগ্রামের কাছে এক জীপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গত ১৩ জুন রাতে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ছুটি ছিল একদিন।

ঘটনা—ওই রাতে কোলকাতা থেকে বরযাত্রীসহ বরের গাড়ী মালদহে আসতে দেরী দেখে লগ্ন বয়ে যাবার আশঙ্কায় শ্রীসমাদ্দার কয়েকজনকে নিয়ে একটি জীপে বেরিয়ে পড়েন সড়কপথে খোঁজ নেয়ার জন্য। এদিকে বিয়ের গাড়ী অন্য পথে বিয়ে বাড়ী পৌঁছে গ্যাছে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরস্পরের দেখা ঘটেনি। ব্যাকুল বাসনায় একই পথে চলন্ত একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে জীপ দুর্ঘটনা। রকেট বাস তাদের উঠিয়ে নিয়ে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করে গভীর রাতে। ১৪ জুন মারা গেলেন শ্রীসমাদ্দার। অপর আহতগণ সুস্থ হয়ে উঠছেন। মালদহে ভিক্ষামায়ের মেয়ের বিয়েতে যোগদান করেছিলেন তিনি সস্ত্রীক।

এম, এল, এ-র জমি ভেষ্ট

সাগরদীঘি, ১০ই জুন—সরকারী ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী এখন পর্যন্ত এই এলাকার বহু জমি উদ্ধার এবং খাস করা হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীনৃসিংহ মণ্ডলের ২৮ বিঘা জমির মালিকানা সরকার গ্রহণ করেছেন। ঐ আইনানুযায়ী তাঁর ঐ পরিমাণ জমি উদ্বৃত্ত হয়। সম্প্রতি সরকারীভাবে জমিগুলি ভেষ্ট করা হয়েছে। পরে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমিগুলি বণ্টন করা হবে।

তাঁত শিল্পীদের মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই জুন—রঘুনাথগঞ্জ থানা তাঁত শিল্পী সমিতির নেতৃত্বে এবং অচিন্ত্য সিংহের পরিচালনায় এই থানার প্রায় ৩০০ জন তাঁত শিল্পীর একটি দল আজ সদরঘাট থেকে মিছিল করে শহর পরিক্রমার পর মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ঐ স্মারকলিপিতে প্রতিটি তাঁত-শিল্পীকে প্রয়োজনীয় সুতা সরবরাহ, নিয়মিত সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত খয়রাতি সাহায্য, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের বিধিনিষেধ তুলে নেবার দাবি জানানো হয়েছে।

ছিনতাই দলের পাণ্ডা মিসায় আটক

সাগরদীঘি, ১৫ই জুন—চলন্ত লরীতে ছিনতাই, লুঠতরাজ ইত্যাদির অভিযোগে ৩৪নং জাতীয় সড়কে ছিনতাই দলের পাণ্ডা, হাজীপুর গ্রামের ফকির আহম্মদকে পুলিশ গত ১৩ই মে গ্রেপ্তার করে। ফকিরের একজন সঙ্গীকেও পুলিশ আটক করে কিন্তু অভিযোগ প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দেয়। জেলা-শাসকের নির্দ্দেশে আটক ফকিরের বিরুদ্ধে মিসা আইন প্রয়োগ করার পর গতকাল তাকে বহরমপুর চালান দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেও পুলিশ একজন ছিনতাইকারীকে মিসায় আটক করে।

(১ম পৃষ্ঠার পর) খরা—ঝরা—রেশন

রেশন-অঞ্চলের মানুষ অধিকাংশই চাকুরে; কিন্তু সংশোধিত এলাকার মানুষ চাকুরে কম, দিন মজুর-চাষী প্রভৃতিই বেশী। চাকুরেদের জন্যে বর্দ্ধিত মহার্ঘ-ভাতা, ওভারটাইম প্রভৃতি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপরি থাকে। চাষী, দিন-মজুরেরা এ সুযোগে বঞ্চিত। ২০০ বা ৩০০ গ্রাম রেশনের চাল তাদের এক-দিনের চাহিদাও মেটায় না। খোলাবাজারের অগ্নিস্পর্শী চাল কিনতে তাদের সঙ্গতি কোথায়?

বর্ষা নেমেছে। গতবার এরা মরেছে খরায়; এবারের বর্ষার আগমনে এবং তার পূর্ব সুচনায় যথাক্রমে আউস ও হৈমন্তিক ধানের আশা জাগিয়ে তুলেছে সকলের মনে। কিন্তু তার সঙ্গে দুশ্চিন্তা জুটেছে এই যে, অতিবর্ষণে সব আশা নির্মূল হবে না ত?

কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে চাল কমিয়ে দেওয়ার জন্যে রাজ্য সরকারকে চাপ দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। ঘোর বর্ষার দুর্দ্দিন যখন আসন্ন, তখনই এই আকস্মিক ফরমান। রাজ্য খাদ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বিশেষ বৈঠক যতই ডাকুন, সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। তাঁর কলিকাতা-দিল্লী-কলিকাতা মিশন শেষ পর্যন্ত সুফলপ্রসূ যে হবে না, এটা অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে, সরবরাহ বিভাগ আগামী সপ্তাহ থেকে বিহার থেকে আমদানীকৃত বিহারীসিদ্ধ চাল রেশনে দেবেন। এ চালে নাকি পচা গোবরের গন্ধ পাওয়া যায়। যা অন্যে খেতে পারে না, তাই নাকি পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। এ রাজ্যে সবই চল।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত